দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 3 JUL 2008
পৃষ্ঠা - ৮ - কলাম - ৪

ডিগ্রি কোটার শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট কলেজের ডিগ্রি কোটার সকল শিক্ষকের বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। 'উপাধ্যক্ষ' পদটি শুধুমাত্র ডিগ্রি কলেজের জন্য প্রযোজ্য বলে ওই পদের বেতনও বন্ধ রয়েছে। এই নিয়ম প্রযোজ্য হলে অধ্যক্ষের একধাপ নিচের স্কেলে এবং ডিগ্রি থাকার সুবাদে যারা সহকারী অধ্যাপক হয়েছেন তাদেরও একধাপ নিচের স্কেলে বেতনভাতা পাওয়ার কথা। ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের স্কেল ডিগ্রিবিহীন কলেজের অধ্যক্ষের স্কেলের একধাপ ওপরে। উপাধ্যক্ষ যদি শাস্তি পান তাদেরও আনুপাতিক হারে শাস্তি পাওয়ার কথা। বাস্তবে তা হয়নি।

ডিগ্রি কোটার বিষয়টি অধিকাংশ শিক্ষকেরই অজানা। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কিংবা নিয়োগপত্রের কোথাও এর উল্লেখ ছিল না। একজন শিক্ষক নিয়োগ লাভ করে সকল স্তরেই পাঠদান করেন। ডিগ্রি কিংবা ইন্টারমেডিয়েটের নামাবলি কারোর গায়ে জড়ানো থাকে না।

তথাকথিত ডিগ্রি কোটার শিক্ষকদের চিহ্নিত করা বেশ জটিল। ১৯৮১ সালের (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রেজুলেশন নং শাঃ ৪/বি-৫/৮১/১৪২, ১৭/১১/৮১) জনবল কাঠামোতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেই প্রতিটি বিষয়ে ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে দু'জন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হতো। ডিগ্রি শ্রেণী খুলতে হলে তখনকার অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্তই ছিল প্রতিটি বিষয়ে অবশ্যই তিনজন করে শিক্ষক নিতে হবে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মারক নং ১৩৭৪-১৫৬৪/কঃ পঃ তারিখ ১০/১২/১৯৮৮। পরে ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামোতে অবশ্য শিক্ষক সংখ্যা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এক জনে এবং স্নাতক স্তরে দু'জনে সীমিত রাখার বিধান চালু করা হয়। তাই ১৯৯৫ সালের আগে নিয়োগপ্রাপ্ত দু'জনের মধ্যে একজনকে ডিগ্রির কোটায় এনে বেতন বন্ধ করাটা কতখানি যৌক্তিক তা বিবেচ্য বিষয়। যদি বেতন-ভাতা বন্ধ করতে হয় তাহলে তা করতে হবে তৃতীয় পদের শিক্ষকের এবং ১৯৯৫ সালের পরে নিয়োগপ্রাপ্ত দ্বিতীয় পদের শিক্ষকের। আবার এমনও হয়েছে ১৯৯৫-এর আগে ডিগ্রি কলেজে নিয়োগপ্রাপ্ত তিন জন থেকে মৃত্যু ও অবসরজনিত কারণে এখন দু'জনেই সীমিত রয়েছেন। এমন শিক্ষকদের বেলায়ও ডিগ্রির কোটা প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ এরাও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক।

বেসরকারি শিক্ষকদের অধিকাংশই সরকারের দেয়া বেতন-ভাতার ওপর নির্ভরশীল। বেতন বন্ধ হয়ে যাওয়া শিক্ষকদের অনেকেই যে মাসের ঘরভাড়া, দোকানের বাকি পরিশোধ করতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া সন্তানদের মাসিক টাকা পাঠাতে পারেননি। এমনিতেই দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এরপর যদি বেতনের ৮-১০ হাজার টাকা হাতছাড়া হয় তাহলে তাদের মৃত্যুর প্রহর গোনা ছাড়া কোনো বিকল্প থাকবে না।

পরিশেষে, বলছি না যে, ফলাফল খারাপের জন্য কোনো জবাবদিহিতা কিংবা শাস্তির বিধান থাকবে না। এক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার শাস্তির পাশাপাশি মানবিক দিকটিও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। ফলাফল খারাপের কারণে পুরো বেতন বন্ধ না করে ফলাফল ভালো না হওয়া পর্যন্ত যদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বেতনের একটা অংশ কর্তন করা হতো তাহলে বিষয়টি মানবিক হতো। বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাহবুবুল হক ইকবাল,
কালুশাহ, কাজীপাড়া লিংক রোড,
দক্ষিণ আলেকান্দা, বরিশাল।